মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

www.jessoreboard.gov.bd

স্মারক সংখ্যা-বিঅ-৬/৩৭.১১.৪০৪১.৫০১.০১.৬.২০.১৭৯১০ তারিখ : ২৫-০৬-২০২৪ খ্রি.

বিষয় : তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।

সূত্র : অভিযোগকারীর ২৩-০৬-২০২৪ তারিখের অনলাইন আবেদন (আইডি-২৭৪৯৮)।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলাধীন বি. আর. বি আজগড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়-এর প্রধান শিক্ষক জনাব রমেন্দ্রনাথ মল্লিক-এর বিরুদ্ধে জনাব মল্লিক সুধাংশু একটি অভিযোগ দাখিল করেছেন। উক্ত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করার জন্য আপনাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

অভিযোগের ছায়া কপি সংযুক্ত

প্রফেসর খান আহমেদুল কবীর (০০৩২৩৩)
ইংরেজি বিভাগ
খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ, খুলনা

২। জনাব মোঃ ইনামুল ইসলাম (২২৭৪১)
সহকারী পরিচালক (কলেজ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
খুলনা অঞ্চল, খুলনা

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে
স্বাক্ষরিত
(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
০২৪৭৭৭৬২৭০৫

স্মারক সংখ্যা-বিঅ-৬/৩৭.১১.৪০৪১.৫০১.০১.৬.২০.১৭৯১০(৭) তারিখ : ২৫-০৬-২০২৪ খ্রি.

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। জেলা প্রশাসক, খুলনা।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তেরখাদা, খুলনা।
৩। জেলা শিক্ষা অফিসার, খুলনা।
৪। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, তেরখাদা, খুলনা।
৫। প্রধান শিক্ষক, বি. আর. বি আজগড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তেরখাদা, খুলনা।
৬। অভিযোগকারী, মল্লিক সুধাংশু।
৭। অফিস নথি।

২৫-০৬-২০২৪
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

বরাবর,
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর।

বিষয় ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক মূরালসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন নিদর্শন অবমাননাকারীসহ ফৌজদারি মামলার আসামী খুলনার তেরখাদা উপজেলার বিআরবি আজগড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রমেন্দ্রনাথ মল্লিকের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করা, সরকারি সম্পদ রক্ষণা-বেক্ষণে ব্যর্থ, অব্যবস্থাপনা, এলাকাবাসীর অগোচরে গঠিত খুলনার তেরখাদা উপজেলার বিআরবি আজগড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটি বাতিলসহ কমিটির বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন

জনাব,
যথাবিহীত সম্মানপূর্বক আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, খুলনার তেরখাদা উপজেলার বিআরবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ফৌজদারি মামলার আসামী। মামলা নং খুলনা সিআর-১৮৬১/২২। বিগত ০৬-১১-২০২৩ ইং তারিখ আসামী রমেন্দ্র নাথ মল্লিকের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে পেনাল কোডের ৫০০/৫০১ ধারায় চার্জ গঠন করা হয়েছে। মামলাটি বর্তমানে সাক্ষ্য গ্রহণ পর্যায়ে রয়েছে।

আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, যশোর বোর্ড কর্তৃক নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৩ এপ্রিল ২০২৪ এ প্রনিত প্রবিধানমালার ৫৫ (১) ধারায় বলা হয়েছে, **ফৌজদারি মামলা বা দেওয়ানি মামলায় অভিযুক্ত কোন শিক্ষক বা কর্মচারীকে ফৌজদারি মামলা চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবে।** এছাড়া সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ এর ৩৯ (২) ধারায় বলা হয়েছে, **'কোন কর্মচারী দেনার দায়ে কারাগারে আটক থাকিলে, অথবা কোন ফৌজদারি মামলায় গ্রেফতার হইলে বা তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র গৃহীত হইলে, সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ আটক, গ্রেফতার বা অভিযোগপত্র গ্রহণের দিন হইতে তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবে।'** শিক্ষক রমেন্দ্র নাথ মল্লিক এসব ধারায় অভিযুক্ত।

আপনার অবগতির জন্য আরো জানাচ্ছি যে, খুলনা জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে ফৌজদারি মামলার আসামী শিক্ষক রমেন্দ্র নাথ মল্লিকের বিরুদ্ধে করণীয় সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য খুলনার সরকারি কৌশুলি (জিপি) এর মতামত চাওয়া হয়। জিপি মহোদয় মামলার সকল নথিপত্র পর্যালোচনা করে ফৌজদারি মামলার আসামী রমেন্দ্র নাথ মল্লিকের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে পেনাল কোডের ৫০০/৫০১ ধারায় অভিযোগ গঠন হওয়ায় সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ এর ৩৯ (২) ধারার বিধান মতে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র গৃহীত হওয়ার দিন থেকে সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সাময়িক বরখাস্ত করতে পারবে বলে মতামত দেন।

আপনার সুবিবেচনার জন্য জানাচ্ছি যে, খুলনা জেলা প্রশাসকের নির্দেশে খুলনা জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক বিআরবি আজগড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিকে (বর্তমানে এডহক কমিটি) ফৌজদারি মামলার আসামী শিক্ষক রমেন্দ্র নাথ মল্লিককে বিধি মোতাবেক বরখাস্তের নির্দেশ দেয়া হয়। তথাপি সরকারের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা ও আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এডহক কমিটি আসামী রমেন্দ্র নাথ মল্লিককে অদ্যাবধি বরখাস্ত করেনি, বরং তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন মহলে দৌড় ঝাপ শুরু করেছে।

আপনার অবগতির জন্য আরো জানাচ্ছি যে, রমেন্দ্র নাথ মল্লিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা ছাড়াও বিগত সময়ে অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, বিদ্যালয় চত্বরে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক

স্থাপনা নির্মাণে অনিহার অভিযোগ, বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ম্যুরাল, 'বঙ্গবন্ধু ঃ স্টেট ম্যান অব দ্যা ইরা' নির্মাণের সময়ে শিল্পী মৌমিতা রায়ের সাথে অসৌজন্যমুলক আচরণ, শহীদ মিনারের পবিত্রতা বিনষ্ট করা, আপন মামতো ভাইকে হাই কোর্টের নির্দেশে অবৈধ হওয়া সনদে চাকরি দেয়া, বিভিন্ন সময়ে এলাকাবাসী, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সাথে অসৌজন্যমুলক আচরণ করাসহ অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ এনে এলাকার সর্বস্তরের মানুষ মামনীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর কাছে গণস্বাক্ষরিত অভিযোগ করেছেন। তথাপি অদ্যাবধি শিক্ষক রমেন্দ্র নাথ মল্লিকের বিরুদ্ধে কোন আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এতে শিক্ষা বিভাগের ওপর মানুষের আস্থাহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে।

সম্মানপূর্বক আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, খুলনার তেরখাদা উপজেলার বিআরবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ফৌজদারি মামলার আসামী। মামলা নং খুলনা সিআর-১৮৬১/২২। বিগত ০৬-১১-২০২৩ ইং তারিখ আসামী রমেন্দ্র নাথ মল্লিকের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে পেনাল কোডের ৫০০/৫০১ ধারায় চার্জ গঠন করা হয়েছে। মামলাটি বর্তমানে সাক্ষ্য গ্রহণ পর্যায়ে রয়েছে।

আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, যশোর বোর্ড কর্তৃক নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৩ এপ্রিল ২০২৪ এ প্রনিত প্রবিধানমালার ৫৫ (১) ধারায় বলা হয়েছে, **ফৌজদারি মামলা বা দেওয়ানি মামলায় অভিযুক্ত কোন শিক্ষক বা কর্মচারীকে ফৌজদারি মামলা চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবে।** এছাড়া সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ এর ৩৯ (২) ধারায় বলা হয়েছে, **'কোন কর্মচারী দেনার দায়ে কারাগারে আটক থাকিলে, অথবা কোন ফৌজদারি মামলায় গ্রেফতার হইলে বা তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র গৃহীত হইলে, সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ আটক, গ্রেফতার বা অভিযোগপত্র গ্রহণের দিন হইতে তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবে।'** শিক্ষক রমেন্দ্র নাথ মল্লিক এসব ধারায় অভিযুক্ত।

আপনার সুবিবেচনার জন্য জানাচ্ছি যে, ফৌজদারি মামলার আসামী বিআরবি আজগড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সকল দালিলিক তথ্য প্রমাণ সম্বলিত কাগজপত্রসহ বিদ্যালয়ের এডহক কমিটি বরাবর অভিযুক্ত রমেন্দ্র নাথ মল্লিকের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খুলনা জেলা প্রশাসকের নির্দেশে খুলনা জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক নির্দেশনা দেয়া হয়। তথাপি সরকারের এই নির্দেশনা উপেক্ষা করে ও দেশের প্রচলিত আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে শিক্ষক রমেন্দ্র নাথ প্রভাবিত এডহক কমিটি ওই শিক্ষককে বরখাস্ত করেনি। এতে প্রমানিত হয়, বিআরবি আজগড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটি সরকারি নির্দেশনা থাকা সত্বেও আসামী রমেন্দ্র নাথ মল্লিককে সাময়িক বরখাস্ত না করে প্রবিধানমালার ৭১ (১) ধারা সুস্পষ্ট ভাবে লঙ্ঘন করেছে। যে কারণে এডহক কমিটি বাতিল করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

আপনার সুবিবেচনার জন্য আরো জানাচ্ছি যে, রমেন্দ্র নাথ মল্লিকের বিরুদ্ধে এছাড়াও বিগত সময়ে বহু অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের মধ্যে বিদ্যালয় চত্বরে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক স্থাপনা নির্মাণে রমেন্দ্র নাথ কর্তৃক অনিহা, বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ম্যুরাল, 'বঙ্গবন্ধু ঃ স্টেট ম্যান অব দ্যা ইরা' নির্মাণের সময়ে জনৈক শিল্পী মৌমিতা রায়ের সাথে অসৌজন্যমুলক আচরণ, শহীদ মিনারের পবিত্রতা বিনষ্ট করা, আপন মামতো ভাইকে হাই কোর্টের নির্দেশে অবৈধ হওয়া সনদে চাকরি দেয়া, বিভিন্ন সময়ে এলাকাবাসী, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সাথে অসৌজন্যমুলক আচরণ করাসহ অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ এনে এলাকার সর্বস্তরের মানুষ মামনীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর কাছে গণস্বাক্ষরিত অভিযোগ করেছেন। এতে শিক্ষা বিভাগের ওপর মানুষের আস্থাহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে। বিধান থাকা সত্বেও এডহক কমিটি শিক্ষক রমেন্দ্র নাথ মল্লিকে সাময়িক

এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিদ্যালয় চত্বরে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভিত্তিক এসব স্থাপনাগুলো অবহেলা আর অযত্নের শিকার হচ্ছে। সম্প্রতি জাতির পিতার ঐতিহাসিক ম্যুরালের একটি টাইলস ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। ম্যুরালের চারদিকে ময়লা আবর্জনা ফেলে রাখা হয়েছে। ম্যুরালের গায়ে লেগে রয়েছে কাদামাটি। বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে কয়েক বিঘা খালি জায়গা থাকা সত্বেও গণহত্যার স্মৃতিফলকের চারপাশে ইট, ইটের খোয়া, বালিসহ নানা প্রকার নির্মাণ সামগ্রীর স্তুপ রয়েছে। এর ফলে স্মৃতিফলকের পবিত্রতা বিনষ্ট হচ্ছে। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য নির্মিত মুক্তমঞ্চ (অসমাপ্ত) এর ওপর ভাঙ্গারি, অব্যবহারিত কাঠ ও বাশসহ বিভিন্ন জিনিস রেখে মুক্তমঞ্চের পবিত্রতা বিনষ্ট করা হচ্ছে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্তত ২৭ বছর পর খুলনা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় নির্মিত শহীদ মিনারটিও পড়ে রয়েছে অযত্ন অবহেলায়। এর আগেও শহীদ মিনারে বালি সহ বিভিন্ন প্রকার নির্মাণ সামগ্রী ও ময়লা আবর্জনা রেখে পবিত্রতা নষ্ট করা হয়েছে।

জাতির পিতার জন্ম শতবর্ষিকী ও ভারতের আজাদিকা মহোৎসব অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে সহকারী ভারতীয় হাই কমিশনের উদ্যোগে বিদ্যালয় চত্বরে ১০০ গাছের চারা লাগানো হলেও কৌশলে মেরে ফেলার কারণে বর্তমানে বিদ্যালয় চত্বরে একটি গাছও নেই। ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে চারা লাগানোর পর নির্মিত নামফলকযুক্ত বেদিটিও। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধীদের দ্বারা এসব স্থাপনার ওপর আঘাত হেনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রীতিমত মুছে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় এলাকার সর্বস্থরের মানুষের মধ্যে চরম ক্ষোভের স্মৃষ্টি হয়েছে এবং চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। অদক্ষতা, অব্যরস্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানি এসব ন্যাক্কারজনক কাজের দায়ভার বিদ্যালয়ের এডহক কমিটি কোন ভাবেই এড়াতে পারেনা।

এমতাবস্থায় যশোর বোর্ডের প্রবিধাণমালার ৭১ (১) ধারার বিধান মতে বিআরবি আজগড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটি বাতিল ও এডহক কমিটির বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি। একইসাথে ফৌজদারি মামলার আসামী শিক্ষক রমেন্দ্র নাথ মল্লিকের বিরুদ্ধে যশোর শিক্ষা বোর্ডের প্রবিধানমালার ৫৫ (১) ধারা ও সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ এর ৩৯ (২) ধারার বিধান মতে, বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক মূরালসহ বিদ্যালয় চত্বরে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন নিদর্শন অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের আবেদন জানাচ্ছি।

বিনীত নিবেদক

23/06/24

(মল্লিক সুধাংশু)
সভাপতি
খুলনা টিভি রিপোর্টার্স ইউনিটি
সাবেক সভাপতি
বিআরবি আজগড়া, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তেরখাদা, খুলনা।
মোবাইল : ০১৭১৪০৮৬৯৮৮

সংযুক্ত :

০১। বিচারিক আদালতে অভিযুক্ত শিক্ষক রমেন্দ্র নাথ মল্লিকের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের ডকমেন্ট

০৩। উপ-পরিচালক কর্তৃক মহাপরিচালক বরাবর তদন্ত শেষে প্রেরিত পত্র।

০৪। খুলনা জেলা প্রশাসক কর্তৃক সরকারি কৌশুলীর (জিপি) মতামত চেয়ে প্রেরিত চিঠি

০৫। জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরিত জিপির মতামতের কপি

০৬। জেলা প্রশাসক কর্তৃক জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা

০৭। জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটিকে দেয়া নির্দেশের কপি

০৮। বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে এডহক কমিটি কর্তৃক সরকারি নির্দেশনা অমান্যের প্রতিবেদন

০৯। বিভিন্ন দপ্তরে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে বিগত সময়ে এলাকাবাসীর গণস্বাক্ষরিত আবেদন।

১০। বিভিন্ন পত্রিকায় অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রকাশিত প্রতিবেদন।